২|৮|২০০৭

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

দৈনিক ইনকিলাব

সাবেক এমপিদের কলেজ গভর্নিংবডি থেকে অপসারণের নির্দেশ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের নির্দেশ মানেননি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ লংঘন করে এক চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল বেসরকারী কলেজের গভর্নিংবডি থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বাদ দেয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টার দফতর থেকে ভিসিকে লিখিত নির্দেশ দেয়ার পরও তিনি তা বাস্তবায়ন করেননি। বরং পদাধিকার বলে কোন এমপি কলেজগুলোর গভর্নিংবডিতে কখনো ছিলেন না এবং এখনো নেই বলে জানিয়েছেন। এর ফলে আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্যরা এবং একই দলের কথিত 'বিদ্যোৎসাহী' নেতৃবৃন্দ এখনো বহাল তবিয়তে গভর্নিংবডি পরিচালনা করছেন। উল্লেখ্য, ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য গভর্নিংবডির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক এমপিদের রাজনৈতিক পদপদবী উহ্য রেখে সুকৌশলে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে প্রদর্শন করেছেন এবং ব্যক্তি হিসেবেই তারা নিয়োগকৃত বলে

৩-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

নির্দেশ মানেননি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন। সাবেক এমপি বা রাজনৈতিক পরিচিতি বাদ দিয়ে ব্যক্তি পরিচয় উল্লেখ করায় তাদের গভর্নিংবডি থেকে অপসারণের আর প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করছেন। ভিসির এই চাতুর্থপূর্ণ সিদ্ধান্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ খোদ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। দেশের যে সকল বেসরকারী কলেজের গভর্নিংবডিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা সাবেক এমপিরা সভাপতির পদে আছেন তাদেরকে সে পদ থেকে সরিয়ে তদস্থলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের দায়িত্ব দেয়ার জন্য গত মাসে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ডগুলোর প্রতি একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে যেহেতু সংসদ সদস্যরা সরাসরি পদাধিকার বলে গভর্নিংবডির চেয়ারম্যান ছিলেন সেহেতু কেবলমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে তাৎক্ষণিকভাবে তা বাস্তবায়ন করা সহজ হয়। একই নির্দেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কেও দেয়া হয়েছিল। কারণ সারাদেশে জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত যে সাড়ে ৯ শতাধিক ডিগ্রী ও মাস্টার্স পর্যায়ের বেসরকারী কলেজ রয়েছে তার অধিকাংশের সাথেই উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ সংযুক্ত এবং এই উচ্চ মাধ্যমিক অংশই সেখানে প্রধান। বিগত সরকারের আমলে কেবল আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি এবং আওয়ামী লীগ নেতাদেরই এসব কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য করা হয়। যদিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ভিসি তার অধিভুক্ত কলেজগুলোতে যে কাউকেই গভর্নিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং একজন বিদ্যোৎসাহী সদস্য নিয়োগ করার ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি দু'টি ক্ষমতাই প্রয়োগ করেন। একদিকে যেসব স্থানে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন সেসব স্থানে তিনি রাষ্ট্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরই গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান করেন। যেসব স্থানে আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন না সেসব স্থানে বিএনপি, জাতীয় পার্টি বা জামায়াতের এমপিদের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান না করে ভিসির নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দলীয় নেতাদের মধ্য থেকে অথবা প্রশাসন থেকেও পদটি পূরণ করেন। কোথাও কোথাও ডিসি বা ইউএনওদের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান

করা হলেও বিদ্যোৎসাহী সদস্যটি দেয়া হয় আওয়ামী লীগ নেতাদেরই। যেমন- ঢাকা বিভাগে ২৪৯টি বেসরকারী কলেজের মধ্যে ১০৯টিতে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান রয়েছেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্যগণ, ৫৩টিতে রয়েছেন আওয়ামী লীগের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, ১টিতে বিভাগীয় কমিশনার, ৩৪টিতে ডিসি, ৯টিতে এডিসি, ১২টিতে ইউএনও এবং ৩১টিতে শিক্ষাবিদ হিসেবে যারা রয়েছেন তারাও আসলে আওয়ামী লীগপন্থী। অন্যান্য বিভাগেরও একই অবস্থা এবং ৯৬০টি কলেজের প্রতিটিতে চেয়ারম্যান ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য মিলিয়ে ২ জন করে মোট দেড় হাজারের অধিক আওয়ামী লীগ নেতা গভর্নিং বডিতে রয়েছেন। আসন্ন সংসদ নির্বাচনে এসব কলেজেই ভোট কেন্দ্র থাকবে এবং প্রতিটি ভোট কেন্দ্র ও এর স্টাফসমূহ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবে ঐসব আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক এমপি বা হবু এমপি প্রার্থীদের নির্দেশে পরিচালিত হবে।

এ কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্দলীয় ও নিরপেক্ষভাবে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বাতিল করে স্ব-স্ব এলাকার প্রশাসনিক প্রধানকে এর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবে বলে ডিগ্রী ও মাস্টার্স সংযুক্ত ইন্টামিডিয়েট কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত হলেও সেখানে এই নয়া নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। কিন্তু সরকারী প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত নির্দেশে সংসদ সদস্যপদ বিলুপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে গভর্নিং বডির পদ শূন্য হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হবে না এবং এই নির্দেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য নয় বলে ভিসি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে গত ৩১ জুলাই প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং গভর্নিং বডির সকল চেয়ারম্যানকেই বহাল রেখে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়। এই সিদ্ধান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও জানানো হয়। সাম্প্রতিক সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয়নি দাবী করে বলা হয়, এই পদটি সরকার কর্তৃক নয় বরং ভিসি কর্তৃক নিয়োগকৃত। তাছাড়া এমপির পদাধিকার বলে কেউ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান নয়। যদিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি সংক্রান্ত সংবিধির ৬ ধারায় বলা আছে- যে কোন সময় ভিসি গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানকে প্রত্যাহার করতে পারবে। কিন্তু ভিসি এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বা মন্ত্রণালয়কে কিছুই না জানিয়ে সবাইকে অন্ধকারে রেখেছেন এবং বিভ্রান্ত করেছেন। গত ১ আগষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়ে তিনি তার ওই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। এদিকে গতকাল (বুধবার) প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে আরেকটি চিঠি দিয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য সরকারী সিদ্ধান্ত আপাতত (আগামী নির্বাচন পর্যন্ত) কার্যকর হতে না দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ দলীয় ঢাকার একজন সাবেক এমপিকে দিয়ে হাইকোর্টে মামলা করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধানমন্ডি নগর অফিসে এ ব্যাপারে কাগজপত্র তৈরীর প্রস্তুতিও চলছে বলে ওই অফিস সূত্রে জানা গেছে।

মন্ত্রণালয়ের গতকালের দ্বিতীয় দফা চিঠির প্রেক্ষিতে ভিসি বর্তমানে গভর্নিং বডি থেকে কেবলমাত্র সাবেক এমপিদের বাদ দিয়ে অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের বহাল রাখার চিন্তা ভাবনা করছেন বলে তার ঘনিষ্ঠসূত্রে জানা গেছে।